



192665 - ঈদ আসার আগে ঈদরে শুভচেছা জানানোর হুকুম কি?

প্রশ্ন

ঈদরে এক দিন বা দুই দিন আগে ঈদরে শুভচেছা জানানোর হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ঈদরে শুভচেছা জ্ঞাপন বধে বসিয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন সাহাবী থেকে এটি বর্ণিত আছে।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন: “ইবনে আকীল ঈদরে শুভচেছার ব্যাপারে কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন। যমেন- মুহাম্মদ বনি যসীদ বলেন, আমি আবু উমামা আল-বাহলি (রাঃ) ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্য কিছু সাহাবীর সাথে ছলাম। তারা যখন ঈদ থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন একে অপরকে বলতেন: **تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ** (আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে ও আপনাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন)। ইমাম আহমাদ বলেন: আবু উমামা (রাঃ)-এর হাদিসের সনদ জাইয়যদে (ভাল)।” [আল-মুগনী (২/১৩০)]

তাই সাহাবায়েরে আমল ও তাদের বর্ণনার প্রত্যক্ষ মরম হল: ঈদরে শুভচেছা ঈদরে নামায়ের পরে জ্ঞাপন করতে হয়। যদি ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের অনুসরণে এর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সেটাই ভাল। আর যদি কেউ তার বন্ধুকে সবার আগে শুভচেছা জ্ঞাপনার্থে নামায়ের আগেই শুভচেছা জানায় তাতেও ইনশা আল্লাহ কোন অসুবিধা হবে না। যহেতে ঈদরে শুভচেছা জ্ঞাপন অভ্যাস শ্রণীয় বসিয়। অভ্যাস শ্রণীয় বসিয়াবলির ক্ষত্রে প্রস্তুততা রয়েছে। মানুষের মাঝে প্রচলিত প্রথাই এ শ্রণীয় বসিয়ের নীতি নির্ধারণক।

আশ-শারওয়ানি আশ-শাফয়েি (রহঃ) বলেন: গ্রন্থাকারের বক্তব্য “ঈদরে দিন” থেকে গ্রহণ করা যায় যে, ঈদরে দিনের পরে তাশরকিরে দিনগুলোতে শুভচেছা জ্ঞাপন প্রত্যাশা করার নয়। কিন্তু মানুষের অভ্যাস হচ্ছে এ দিনগুলোতেও শুভচেছা জ্ঞাপন করা। এতে কোন আপত্তি নাই। কনেনা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্প্রীতি বাড়ানো ও আনন্দ প্রকাশ করা। গ্রন্থাকারের বক্তব্য “ঈদরে দিন” থেকে আরও গ্রহণ করা যায় যে, শুভচেছা জ্ঞাপনের সময় ফজরের ওয়াক্ত প্রবশের মাধ্যমে শুরু হয়; ঈদরে রাত থেকে নয়— যমেনটা কোন কোন পার্শ্বটীকাতে উদ্ভূত হয়েছে। এটাও বলা যতে পারে যে, এতেও কোন আপত্তি নাই যদি এ ধরণে প্রথা জারী থাকে। যহেতে পূর্বহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুভচেছা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্প্রীতি ও আনন্দ প্রকাশ। ‘ঈদরে রাত তাকবীর দয়ো মুস্তাহাব’ হওয়ার মধ্যতে এ অভিমতের পক্ষ



সমর্থন পাওয়া যায়।” [আশ-শারওয়ানি রচিত ‘তুহফাতুল মুহতাজ’ এর হাশিয়া (২/৫৭) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।